



13664 - অনাদায়কৃত নামাযের কাযা পালন করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নিও মুসলমি। আমার বেশে কিছু প্রশ্ন আছে; আমি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আগ্রহী। আমার মনে হয়, কোন কোন প্রশ্নে আপনি চরম নরিবুদ্ধতি পাবেন। আমি নামায পড়ার সময় কি বলব?

আমার পতিমাতা বটৌদধ। আমার পরিবারে একমাত্র আমার পতি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানেন। আমার পরিবারের সদস্যরা কখনও কখনও আমাকে তাদের সাথে খাবার খেতে ডাকে। তবে, আমি শিকুরের গেশত খাই না। কিংবা কোন খাবারে হারাম কিছু আছে মর্মে জানলে আমি সে খাবার খাই না। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুরগি ও অন্যান্য গেশত যমেন- মাছ সম্পর্কে; যগুলো কোন মুসলমান জবাই করেনি সেগুলো খাওয়া কি হারাম? (এ ধরণের গেশত খাওয়ার কারণে) আমি কি গুনাতে লিপ্ত হয়েছি? আমি যে গুনাহগুলো করছি সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে কভিবে তওবা করতে পারি? দনৈন্দনি আমি যে গুনাহগুলো করে ফলে সেগুলো থেকে আমি কভিবে আল্লাহর ক্ষমা পতে পারি? যদি আমি ফজরের নামায কিংবা যোহরের নামায কিংবা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের কোন একটি আদায় করতে না পারি— এ কারণে আমি কি গুনাহগার হব, এ গুনাহ থেকে আমি কভিবে ক্ষমা পতে পারি? নামায আদায়কালে আমি কভিবে তলোওয়াত ও যকিরি শখিতে পারি? কভিবে আমি আরবীতে কুরআন তলোওয়াত শখিতে পারি? ন্যূনতম নামায আদায়কালে মটৌলকি যে কথাগুলো বলতে হয় সেগুলো? সামুদ্রিকি সকল খাবার কি হারাম; নাকি হারাম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমাদের ওয়েব সাইটে প্রতি আস্থা রাখার জন্য আমরা আপনাকে শিকুরিয়া জানাচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন সবার ভাল ধারণায় থাকতে পারি এবং তিনি যেন আপনাকে সঠিক পথ ও তাওফকিরে নয়োমত দান করেন। এছাড়া আমরা এজন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আপনি জানেন না তা শখোর জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এটাই প্রত্যকে মুসলমানের কর্তব্য। কোন মানুষই আলমে হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “শখোর মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন হয়”। ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করেছেন। আপনি যা জানেন না সেটো জিজ্ঞেস করাকে নরিবুদ্ধতি মনে করার কিছু নেই। বরং এটাই হওয়া উচিত এবং এটি প্রশংসায়োগ্য।



দুই:

নামায সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর আপন 13340 নং প্রশ্নোত্তরে নামায আদায় করার বিস্তারিত পদ্ধতি ও যাকিরি-
আযকারসহ পাবেন।

তনি:

নামায আরবীতে পড়া কথিবা অন্য ভাষায় পড়া সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা 3471 নং প্রশ্নোত্তরে পাবেন। আমরা
আপনাকে আরবীতে সূরা ফাতহা ও নামাযের আরকান-আহকামগুলো শিখিয়ে নয়োঁর জন্য উপদেশে দিচ্ছি; এগুলো শিখা সহজ।
কোন একজন মুসলমানের কাছ থেকে সরাসরি শিখিয়ে নিতে পারেন; যিনি এগুলো ভালভাবে পড়তে পারেন। কথিবা যেন সব ওয়বে
সাইটে কুরআনের অডিও আছে সেসব ওয়বে সাইট থেকে তলোওয়াত শুনতে শিখিয়ে নয়োঁর যতে পারেন।

চার:

নামায ছুটে যাওয়া সংক্রান্ত মাসয়ালা:

নামায ছুটে যাওয়ার দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১। তীব্র সদচ্ছা সত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে, শরিয়তে গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে নামায ছুটে যাওয়া; যমেন- ভুলে যাওয়া
কথিবা ঘুমিয়ে পড়া। এ অবস্থাতে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামাযের কাযা পালন করা
আপনার ওপর অপরাধীয়। এ হুকুমে দলিল হচ্ছে সহি মুসলিমের হাদিস (৬৮১): রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও
তাঁর সাহাবীগণ ফজর নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকার ঘটনা। তখন সাহাবায়েরে কেরোম একে অপরকে ফসিফসি করে বলছিলেন:
নামাযের ক্ষেত্রে আমাদের এ অবহলো করার কাফফারা (প্রতিকাঁর) কী? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বললেন: ঘুমের কারণে নামায ছুটে গেলে সেটা অবহলো নয়; অবহলো হচ্ছে- যেন ব্যক্তি অন্য নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার
আগ পর্যন্ত নামায পড়ে না। ঘুমের কারণে যার নামায ছুটে গেছে সে যেন জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে নামায আদায় করে নেয়।

এর অর্থ এ নয় যে, কোন মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকবে; এরপর ঘুমের ওজর পশে করবে কথিবা ঘুম থেকে
জাগার উপায়গুলো গ্রহণ না করে এরপর ওজর পশে করবে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে- যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে
ঘুম থেকে জাগার চেষ্টা করা যতোবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনায় করছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে
জগে থেকে তাদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তন্দ্রা সে ব্যক্তিকে কাবু করে ফলে; ফলে
তিনি তাদেরকে জাগাতে পারেননি। এমন অবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য হবে।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়া। এটি মহা অপরাধ ও ন্যাককারজনক গুনাহ। কোন কোন আলমে এমন ব্যক্তিকে কাফরে



ফতওয়া দেন।(যমেনটা এসছে- শাইখ বনি বাযরে ‘মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত সামাহাতসি শাইখ বনি বায ১০/৩৭৪)। আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে এ ব্যক্তির ওপর একনষ্টি তওবা করা ফরয। আর এ নামাযগুলো কাযা করা প্রসঙ্গে আলমেগণ মতানকৈয করছেন যে, এ ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে এ নামাযগুলোর কাযা পালন করেন তাহলে কিকবুল হবে? নাকি হবে না? অধিকাংশ আলমেদরে মতে, তার ওপর এ নামাযগুলোর কাযা পালন করা ফরয এবং গুনাহর সাথে এ নামাযগুলোর কাযা পালন সহি হবে (অর্থাৎ সবে ব্যক্তি যদি তওবা না করে- আল্লাহই ভাল জানেন)। শাইখ উছাইমীন ‘আল-শারহুল মুমতী (২/৮৯) গ্রন্থে আলমেদরে এ বক্তব্যটি উল্লেখ করছেন। তবে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া যে মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে- এ ধরণে কাযা নামায সহি হবে না; বরং সবে ব্যক্তি এ নামাযগুলো কাযা পালন করার বধিান নহে। শাইখুল ইসলাম তাঁর ‘ইখতিয়ারাত’ নামক গ্রন্থে (৩৪) বলেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়ে না সবে ব্যক্তির নামায কাযা পালন করার বধিান নহে এবং আদায় করলে সহি হবে না। বরং সবে ব্যক্তি বিশেী বিশেী নিফল নামায আদায় করবে। এটি একদল সলফে সালহেীন এর উক্তি।” সমকালীন আলমেদরে মধ্যে শাইখ উছাইমীন পূর্বোক্ত গ্রন্থে এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নহে সেটা প্রত্যাখ্যাত”[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে- নামাযের ক্ষেত্রে আপনি তীব্র সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং যথাসময়ে নামায আদায়ে সচেষ্ট হোন; যমেনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা মুমনিদের ওপর ফরয”[সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩]

আর তওবা করা সম্পর্কে আপনি এ ওয়েবে সাইটরে 14289 নং প্রশ্নোত্তরে বসিতারতি পাবনে।

অমুসলমিদরে জবাই করা প্রসঙ্গে আপনি এ ওয়েবে সাইটরে 10339 নং প্রশ্নোত্তরে বসিতারতি পাবনে।

আর সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে আপনার জিজ্ঞাসার জবাব হচ্ছে- সব ধরণে সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া হালাল— এটাই মূল বধিান। এর সপক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমাদের জন্য সমুদ্রেরে শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদেরে ভোগেরে জন্য।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৯৬]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনাকে আরবী ভাষা শেখা, দ্বীনে জ্ঞানে প্রজ্ঞা অর্জন করা ও নকে আমলেরে সম্বল গ্রহণ করার তাওফিক দেন। নিশ্চয় তিনি সবে বিষয়ে ক্ষমতাবান।